ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে শিল্পের বিকাশে ১৯৮০ এর দশকে গৃহীত বিদেশী বিনিয়োগ বান্ধব নীতিগত প্রণোদনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যা বিদেশী বিনিয়োগের সাথে সাথে বিদেশী কর্মীদেরও আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশের শুরুর দিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি ছিল - বিভিন্ন দেশ থেকে সংশ্লিষ্ট খাতের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী দিয়ে এই শূন্যস্থান পূরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মূলত শ্রম অভিবাসীর যোগানদাতা হিসেবে পরিচিত হলেও বাংলাদেশেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী নাগরিক কাজ করে; একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও বড় অংকের রেমিটেন্স বাইরে পাঠানো হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে প্রায় ৫ - ১০ লক্ষ বিদেশী নাগরিক কাজে নিয়োজিত, এবং তারা প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে বৈধ ও অবৈধ পথে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (প্রায় ৫ - ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে থাকে। বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মী এদেশের চাকরিপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানে প্রতিযোগিতা বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে টিআইবি বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- বিদেশীদের কর্মসংস্থানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা;
- বিদেশীদের কর্মসংস্থানের কারণ, ধরণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা; এবং
- বিদেশীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পরিধি কি?

উত্তর: বাংলাদেশে বৈধ ভিসায় আগত বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশী নাগরিক এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। কোনো ধরনের ভিসা ছাড়া অবস্থানরত বিদেশীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করা হয়নি। এছাড়া কূটনীতিক/ধর্মযাজক/গবেষক/ছাত্র/জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত বিদেশী এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশীদের যেসব বিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১) বিদেশীদের কর্ম সংশ্লিষ্ট খাত ও ব্যাপ্তি
২) বিদেশীদের নিয়োগের কারণ ও প্রভাব
৩) বিদেশীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া
৪) বিদেশীদের নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও তাদের সমন্বয়
৫) বিদেশীদের আয় সংক্রান্ত বিষয় (আয়ের পরিমাণ, কর, রেমিট্যান্স) ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত পদ্ধতিনির্ভর গবেষণা। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণবাচক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে এই গবেষণায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের উৎস ও পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতা যেমন: সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা [জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কেন্দ্রীয় শুল্ক গোয়েন্দা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়], সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা [বিভিন্ন টেলিকম কোম্পানি, আইটি কোম্পানি, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ, তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান, বায়িং হাউস, বেসরকারি হাসপাতাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, জতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও], সাংবাদিকবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বাংলাদেশে বিদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্য ও দলিল এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: গবেষণাটিতে এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় বিদেশী কর্মীর কর্মসংস্থান: উৎস দেশ এবং খাত, বিদেশী কর্মী নিয়োগ-কারণ ও প্রয়োজনীয়তা, বিদেশীদের অবস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইন, বিদেশীদের কর্মসংস্থান - সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, বিদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া (বৈধ), বিদেশী কর্মীর অবৈধ নিয়োগের চক্র, বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, বিদেশী কর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন, কর ফাঁকি, পূর্বশর্ত অমান্য, কর্মানুমতি ছাড়া নিয়োগ, ভিসা নীতি লঙ্ঘন, বিদেশী কর্মীর কর ফাঁকি - বেতন কম দেখানো, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীসংখ্যা সংক্রান্ত বিতর্ক, বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ সংক্রান্ত বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়গুলোও উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে - বাংলাদেশে বৈধ ও অবৈধভাবে কর্মরত বিদেশী কর্মীর সংখ্যা, দেশ থেকে অবৈধভাবে পাঠানো রেমিটেন্স ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে বিদেশী কর্মী নিয়োগে কোনো সমন্বিত ও কার্যকর কৌশলগত নীতিমালা নেই। বিদেশী কর্মী নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই, ফলে এসব বিদেশী কর্মী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়হীনতা লক্ষণীয়। এছাড়া বিদেশী কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা ও অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিটেন্সের পরিমাণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য নেই। বর্তমান গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা প্রায় ২.৫ লক্ষ, অবৈধভাবে পাচারকৃত রেমিটেন্সের ন্যূনতম বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ২৬.৪ হাজার কোটি টাকা, এবং কর ফাঁকির কারণে ন্যূনতম বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। মাঠ পর্যায়ে বিদেশী কর্মীর বৈধতা পরীক্ষণ ও নজরদারিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর তৎপরতা অনুপস্থিত। বিদেশী কর্মীর আগমন, প্রত্যাগমন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আংশিকভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে, যেখানে নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বিদেশী কর্মী নিয়োগে বেতন-ভাতা বাবদ রাষ্ট্রের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে এবং বিদেশী কর্মী নিয়োগের ফলে স্থানীয় প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে নির্দিষ্ট পদে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে বিদেশীদের কর্মসংস্থান: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে টিআইবি ৯ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে। উল্লেখযোগ্য সুপারিশস হলো- বাংলাদেশে বিদেশী কর্মীর নিয়োগে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়ন করা; বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকদের সকল তথ্য কার্যকর উপায়ে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুবিধার্থে সকল আগমন ও প্রত্যাগমন পথে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ থাকাতে হবে। এছাড়া বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে প্রতি মাসেই ইস্যুকৃত ভিসার শ্রেণি অনুযায়ী বিবরণী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো; বাংলাদেশের 'পোর্ট অব এন্ট্রি', যেমন বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে অবস্থিত ইমিগ্রেশন অফিসকে বিদেশীদের আগমন ও নির্গমন তালিকা প্রতিমাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; 'ভিসা অন অ্যারাইভাল' সংখ্যা সমন্বয়ের জন্য দূতাবাস প্রেরিত তালিকা এবং বিমান বা স্থলবন্দরে ইমিগ্রেশন অফিস প্রেরিত তালিকার সমন্বয় করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক আগত সকল বিদেশীর একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদ করা। এছাড়া বিদেশী কর্মীদের ভিসা সুপারিশ পত্র, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, কর্মানুমতি এবং ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সেবা প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা; বিদেশী কর্মীদের ন্যূনতম বেতন সীমা হালনাগাদ করা; বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি মিশনে ভিসা প্রদানে অনিয়ম বন্ধ করতে হবে - মেশিন রিডেবল ভিসা ব্যতীত অন্যান্য প্রক্রিয়ায় ভিসা (সিল) প্রদান বন্ধ করা; বিদেশী কর্মীদের তথ্যানুসন্ধানে বিভিন্ন অফিস/কারখানায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিডা ও পুলিশের বিশেষ শাখার সমন্বয়ে যৌথ টাস্কফোর্স কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা; খাতভিত্তিক বিদেশী কর্মীর চাহিদা নিরূপণ করতে হবে, এক্ষেত্রে বিদেশী কর্মী নিয়োগের পূর্ব শর্তসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করা; শিল্পখাতের বিকাশের সুফল গ্রহণে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা; এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাতভিত্তিক স্থানীয় মানবসম্পদের দক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নয়নে নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১০: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণাটি জরিপ-নির্ভর নয় বলে প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি দিক-নির্দেশনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত